HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০১ মুদ্রাস্ফীতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মুদ্রাস্ফীতি
টপিক ০২: মুদ্রাস্ফীতি প্রকারভেদ
টপিক ০৩: মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ
টপিক ০৪: মুদ্রাস্ফীতি কারণ
টপিক ০৫: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব
টপিক ০৬: বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মুদ্রাস্ফীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মুদ্রাস্ফীতি

ভূমিকা (Introduction): অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তিমাত্রই খুশি হয় যদিও তখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দেশে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে অর্থের এরূপ যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে কোনো একজন ব্যক্তি উপকৃত হলেও এরূপ ঘটনা সমাজ ও দেশের প্রেক্ষিতে সর্বদা মঙ্গলজনক হয় না। দরিদ্র, হতদরিদ্র, কৃষক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে সমাজের বড় অংশীদার সে সমাজে মানসিক হতাশা, ক্ষুধা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন সমাজকে আক্রান্ত করে। তবে অর্থের যোগান ও দামস্তর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে এটি অর্থনীতির জন্য মঙ্গলবার্তা নিয়ে আসে। কারণ, তখন বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সবই বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।

মুদ্রাস্ফীতি

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে বোঝায়। যদি দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি না পেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়, তবে মুদ্রা বা অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এটি কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার এরূপ প্রবণতা যদি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে সে অবস্থাকে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলে। দেশে ধাতবমুদ্রা অধিক প্রবেশের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকবে, বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার পথে বাধা আসবে-এরূপ মত প্রথম প্রথম প্রকাশ করেন ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬)। পরবর্তীতে ব্যাংক নোটের অধিক যোগানের ফলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, দ্রব্যের দামের বৃদ্ধি ঘটে, মূল্যস্ফীতির এরূপ সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেন ১৮১০ সালে ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) কর্তৃক রচিত 'The High Price of Bullion' গ্রন্থে। পরবর্তীতে G. Crowther মুদ্রাস্ফীতির বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন।

মুদ্রাস্ফীতি

অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার (Crowther)-এর মতে, “মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায়, অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।" অধ্যাপক হট্রে বলেন, 'অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।’ মুদ্রাস্ফীতির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

অধ্যাপক কুলবর্ন-এর মতে, “মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।" (Inflation is such a situation when too much money chases too few goods."-Coulborn)

মুদ্রাস্ফীতি

অর্থনীতিবিদ জি. অ্যাকলে (G. Ackley)-এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি হলো দামস্তরের অব্যাহত ও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এটা পরিষ্কার যে, মুদ্রাস্ফীতি দামস্তরের অধিক বৃদ্ধি নয়, বরং দামস্তর বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া।" ("Inflation is a persistent and appreciable rise in the general level of prices. This clearly makes inflation a process- rising prices, not high prices.")

অধ্যাপক পিগুর মতে, "যখন আর্থিক আয় উৎপাদনশীল কার্য অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায়, তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।" ("Inflation exists where money income is expanding more than in proportion to income earning activity." -A. C. Pigou)

অধ্যাপক লর্ড কেইনসের মতে, "পূর্ণ নিয়োগ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে মোট চাহিদা কার্যকর বৃদ্ধির দ্বারা যদি দামস্তর বাড়ে, তবে তাই হবে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি।"

অর্থনীতিবিদ পি. এ. স্যামুয়েলসন (P. A Samuelson) বলেন, "বাজারে যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা চালু রয়েছে সে তুলনায় যদি যথেষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের যোগান না বাড়ে, তাহলে দ্রব্যমূল্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে থাকে।" ("If the total flow of purchasing power coming on the market is not matched by sufficient flow of goods, price will tend to rise.")

মুদ্রাস্ফীতি

উপরের সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে মুদ্রাস্ফীতির যথাসম্ভব সর্বোত্তম সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা যায়-সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি। অর্থাৎ Inflation is perhaps best defined as a tendency towards a continuing rise in the general level of price. এক্ষেত্রে কোনো একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে ধরা হয় না। বাজারের বেশিরভাগ পণ্যসামগ্রী তথা সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।
উপরের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১. দামস্তর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়।

২. অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বা অর্থের মূল্য হ্রাস পায়।

৩. স্বল্প পরিমাণ সেবা ও দ্রব্যের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় হয়।

৪. সামগ্রিক যোগান (AS) অপেক্ষা সামগ্রিক চাহিদা (AD) বৃদ্ধি পায়।

৫. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Creeping inflation) বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

৬. উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি বা Hyper/galloping inflation (লাফিয়ে লাফিয়ে) যা অর্থনীতিতে চরম ভারসাম্যহীন অবস্থা সৃষ্টি করে।

মুদ্রাস্ফীতি

সূত্র : মুদ্রাস্ফীতিকে অতিসহজে নিম্নোক্তভাবে পরিমাপ করা যায় :

$$\text{কোনো নির্দিষ্ট (t-তম) বছরের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{বর্তমান দামস্তর} - \text{পূর্ব দামস্তর}}{\text{পূর্ব দামস্তর}} \times ১০০ = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100$$

এখানে P_t = t তম বছরের দামস্তর

P_{t-1} = (t−1) তম বছরের দামস্তর

মুদ্রাস্ফীতি

উদাহরণ: ২০১৩ সালে চালের কেজি ছিল ৪০ টাকা। ২০১৪ সালে চালের দাম বৃদ্ধি পেয়ে কেজি ৫০ টাকা হলো।

সুতরাং ২০১৪ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার = ৫০-৪০÷৪০ × ১০০ = ২৫% অতএব, আমরা বলতে পারি ২০১৪ সালে চালের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার ২৫%।

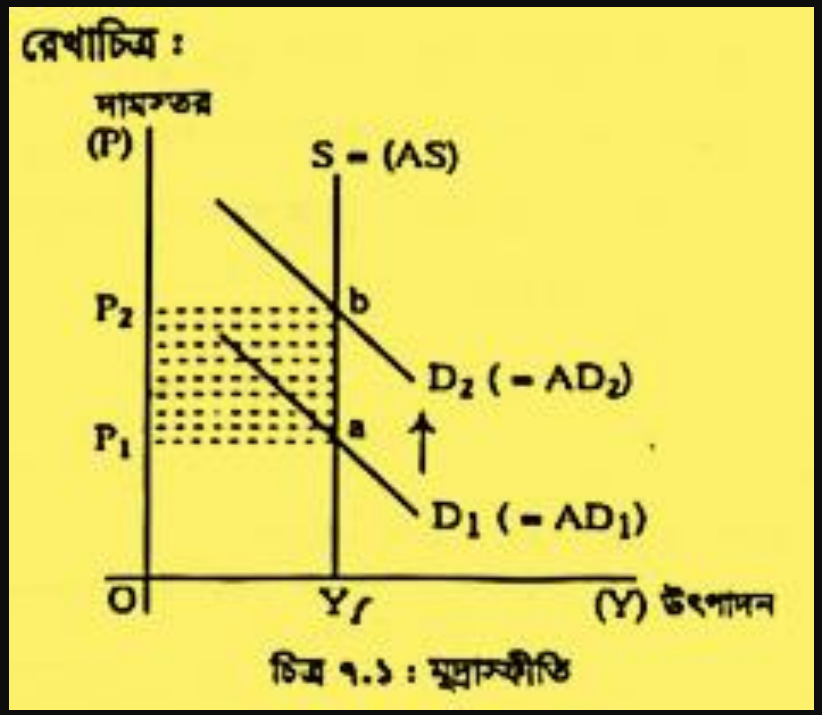

চিত্র ৭.১ : মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতি

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন, লম্ব অক্ষে দামস্তর, S হলো পূর্ণনিয়োগজনিত বা প্রাপ্ত সম্পদ, বিদ্যমান প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রেক্ষিতে যোগান রেখা (বা সামগ্রিক যোগান AS) এবং D, ও D_1 হলো চাহিদা রেখা (বা সামগ্রিক চাহিদা AD)। চিত্র থেকে দেখা যায়, পূর্ণনিয়োগস্তরের উৎপাদন OY, অবস্থায় যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D, থেকে D_1 হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পাবে ab বা P,P_2 পরিমাণ। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো P,P_2ba।'

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচন

মুদ্রাসংকোচন হলো মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত ধারণা। যখন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা অর্থের যোগান কম হয়, এর ফলে দামস্তর ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে। এ অবস্থায় উৎপাদন ও আয় হ্রাস পায়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, জাতীয় আয় ক্রমশ হ্রাস পায় এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিম্নগামী হয়।

অর্থনীতিবিদ পল্ এইনজিগ (Paul Einzig)-এর মতে, "মুদ্রাসংকোচন এরূপ একটি অভারসাম্য অবস্থা যেখানে মূল্যস্তরের নিম্নমুখিতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে আসে।"

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, "মুদ্রা সংকোচন বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যখন অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে।" ("By deflation we mean a time when most prices and costs are falling." -Samuelson.)

অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, যখন কোনো দেশে দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা মুদ্রার যোগান কম হয় এবং মূল্যস্তরের ক্রমাবনতি ঘটে, তখন তাকে মুদ্রা সংকোচন (Deflation) বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচন

মুদ্রাসংকোচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. দামস্তর হ্রাস পায়।

২. বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩. ব্যবসায়ের মুনাফা হ্রাস পায়।

৪. সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়।

৫. জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।

৬. অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচন

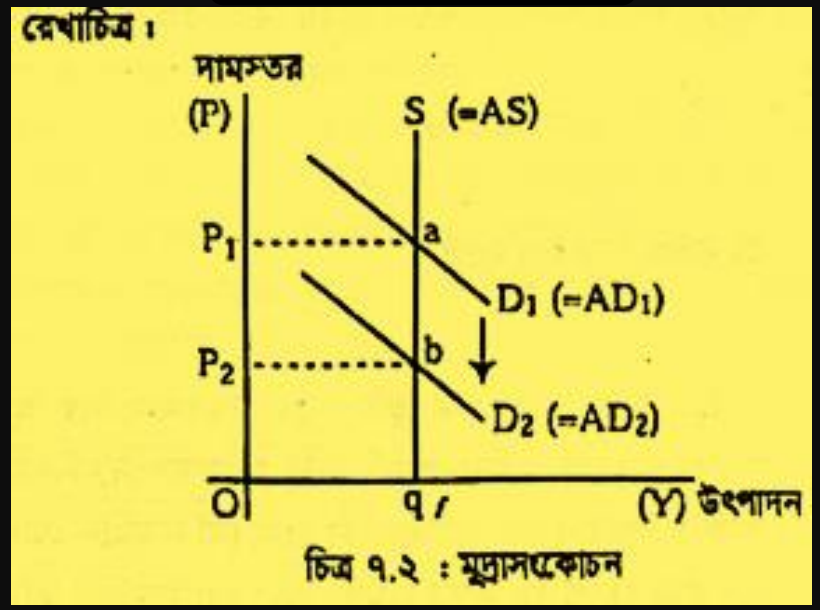

চিত্র ৭.২ : মুদ্রাসংকোচন

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ, লম্ব অক্ষে দাম, So যোগান রেখা এবং D_1.D, চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। চিত্র থেকে বোঝা যায়, পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ০৭r যোগান স্থির অবস্থায়, চাহিদা হ্রাস পেয়ে D, থেকে D_2 হলে দামস্তরও হ্রাস পাবে P,P_2 পরিমাণ। এক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচন প্রভাব PiP2ba পরিমাণ।"

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচন

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে পার্থক্য

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এ ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	মুদ্রাস্ফীতি	মুদ্রাসংকোচন
১। সংজ্ঞা	যখন অধিক পরিমাণ অর্থ অল্প পরিমাণ দ্রব্যের দিকে ধাবিত হয়, তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।	পূর্ণনিয়োগের সঙ্গে জড়িত দামস্তর অপেক্ষা চলতি দামস্তর যদি নেমে যায় তবে দেশের আয় ও নিয়োগ কমে, সেই অবস্থাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।
২। বিনিয়োগ	বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।	বিনিয়োগ হ্রাস পায়।
৩। অর্থের মূল্য	অর্থের মূল্য হ্রাস পায়।	অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
৪। দামস্তর	দামস্তর বৃদ্ধি পায়।	দামস্তর হ্রাস পায়।
৫। উৎপাদন	মৃদু মুদ্রাস্ফীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।	উৎপাদন হ্রাস পায়।
৬। সামগ্রিক চাহিদা	সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়।	সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়।
৭। কর্মসংস্থান	কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।	কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।
৮। বিনিয়োগ	মৃদু মুদ্রাস্ফীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।	বিনিয়োগ হ্রাস পায়।
৯। বেকারত্ব	অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহারের কারণে বেকারত্ব হ্রাস পায়।	বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচন

১০। অর্থনৈতিক মন্দা	মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনীতি মন্দা অবস্থা হতে উত্তরণ ঘটে।	অর্থনীতি ক্রমেই মন্দা বা মহামন্দার দিকে ধাবিত হয়।
১১। প্রবৃদ্ধি	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রাস্ফীতি সহায়ক।	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রাসংকোচন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
১২। জীবনযাত্রার মান	মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।	জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।
১৩। চিত্র	চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত উৎপাদন Y এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর P. AD^* হলো সামগ্রিক চাহিদা এবং f দ্বারা পূর্ণ নিয়োগ নির্দেশ করে। চিত্রানুযায়ী পূর্ণ নিয়োগের উৎপাদন Y_f স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা AD_f থেকে AD_2 হলে ab পরিমাণ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান) এবং সামগ্রিক চাহিদা AD_1 হলে ac পরিমাণ মুদ্রাসংকোচন দেখা দেয়। ac পরিমাণকে মুদ্রাসংকোচন ব্যবধানও বলে।	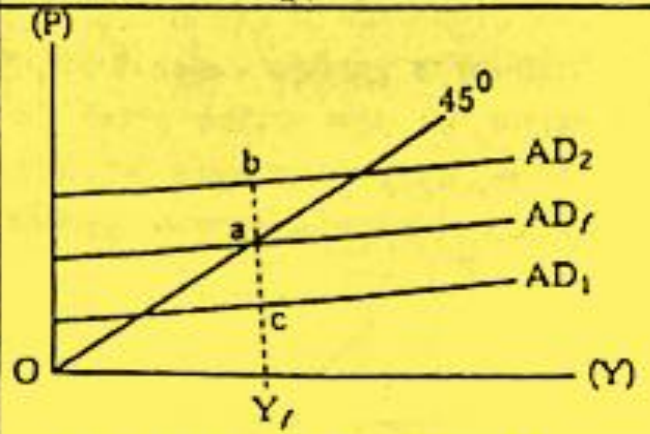 চিত্র ৭.৩ : মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন

এভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আলোচনা করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০২ মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

মুদ্রাস্ফীতিকে নানা দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা হয়। নিচে প্রবাহ চিত্রে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন ধারণা দেখানো হলো :

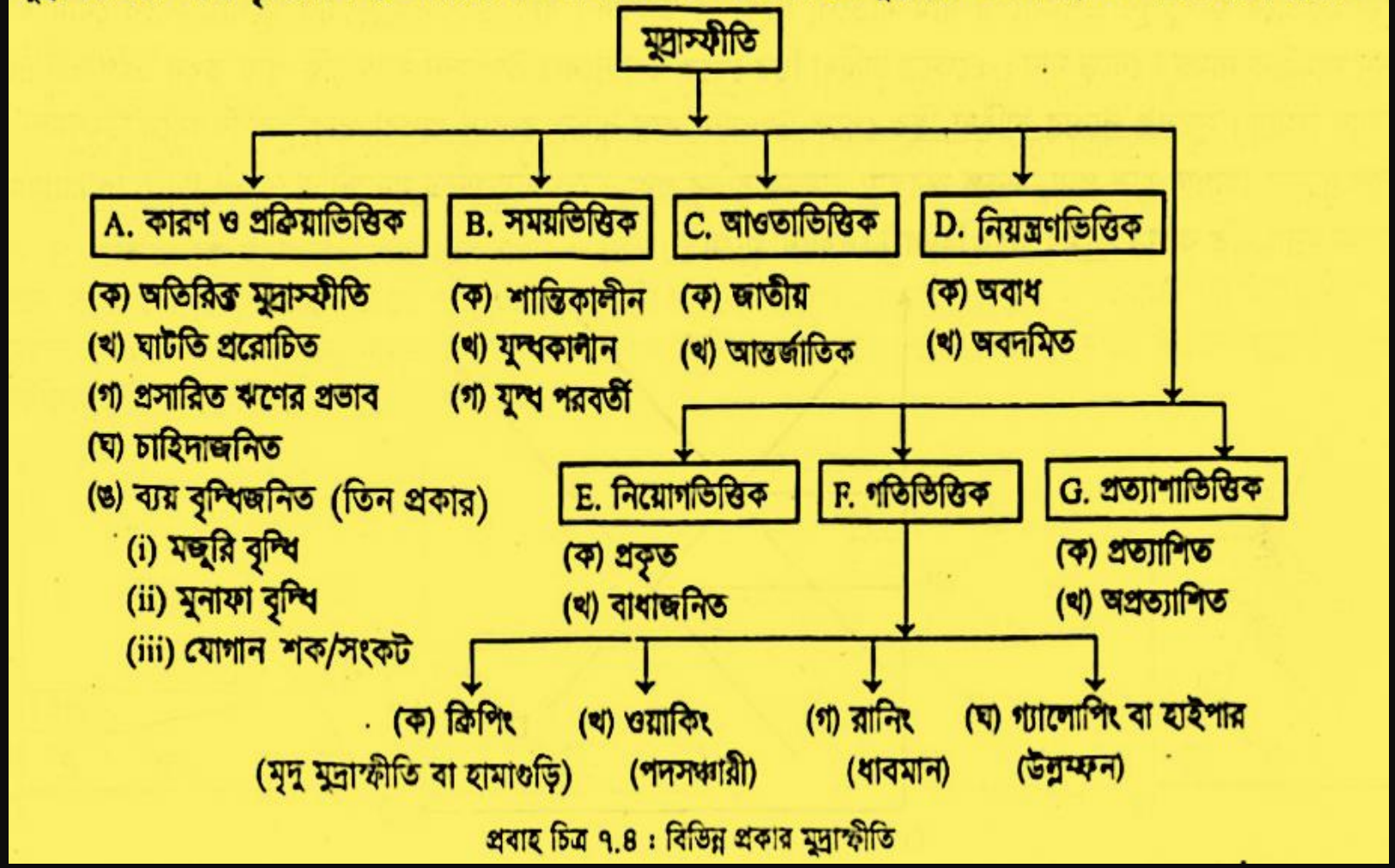

প্রবাহ চিত্র ৭.৪ : বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

A. কারণ ও প্রক্রিয়াভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(ক) অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি: সরকার অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়লে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

(খ) ঘাটতি প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি: সরকার বার বার ঘাটতি বাজেট অনুসরণ করলে অথবা কোনো বছর প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করলে এরূপ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

(গ) প্রসারিত ঋণের প্রভাব: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরনের ঋণের পরিমাণ বাড়ালে বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়বে। তখন উৎপাদন যদি সে হারে না বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

ঘ) চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি: প্রকৃতপক্ষে পূর্ণনিয়োগের প্রেক্ষিতে বা বিদ্যমান সম্পদ, প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। তখন শ্রমের দক্ষতা-যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। এরূপভাবে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাই হলো চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation)। ধারণাটি চিত্রে দেখানো হলো:

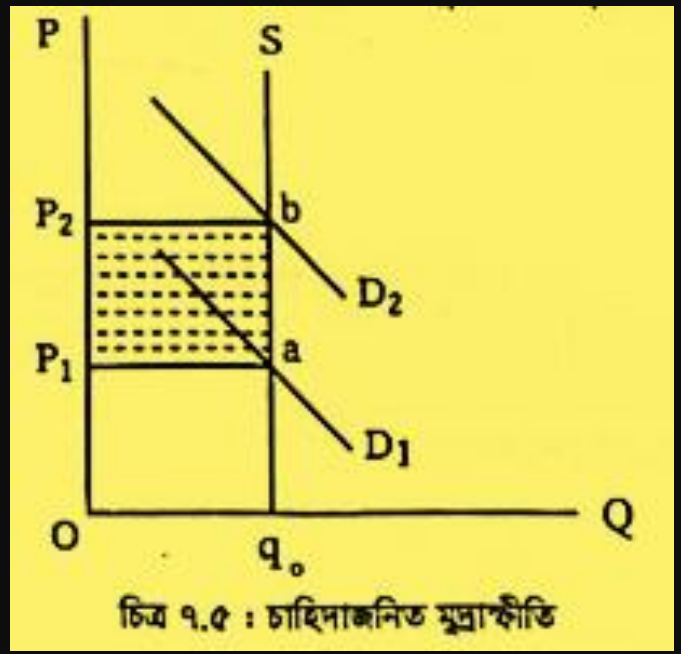

চিত্র ৭.৫ : চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

(ঙ) ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি: শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় অথবা আকস্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের দাম বাড়লে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন ব্যয় উৎপাদক দ্রব্যের মূল্যের সাথে যোগ করলে তখন সামগ্রিক দামস্তর বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা স্থির থেকে যদি দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় তখন উৎপাদক দ্রব্যের যোগান কমায়। সুতরাং দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়, এরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation) বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি বলে। নিম্নের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো:

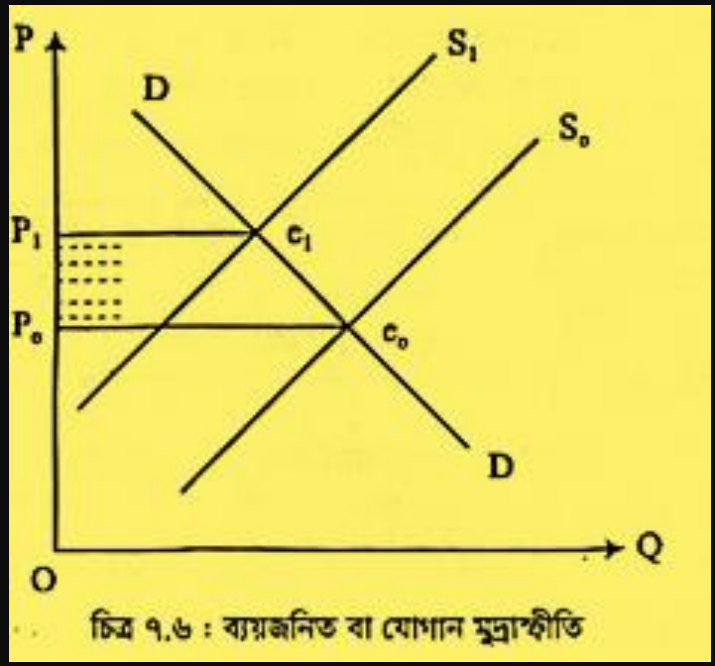

চিত্র ৭.৬ : ব্যয়জনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

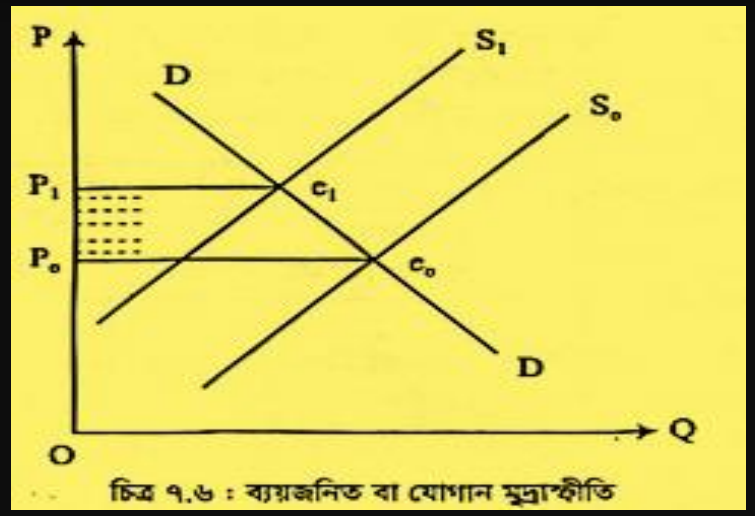

চিত্র ৭.৬ : ব্যয়জনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে পরিমাণ, লম্ব অক্ষে দাম, DD নির্দিষ্ট চাহিদা রেখা, S. প্রাথমিক যোগান রেখা, S_1 যোগান হ্রাসজনিত রেখা।

চিত্রানুযায়ী e. প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু এবং প্রাথমিক দাম OP.। এখন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যোগান হ্রাস পেলে যোগান রেখা হয় S_1, পরিবর্তিত ভারসাম্য বিন্দু ৩_1, দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় OP_1। এক্ষেত্রে ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি হলো P.P, পরিমাণ।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

B. সময়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: দেশে শান্তি বিরাজ করলেও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের কারণে এবং যুদ্ধ ব্যয় মেটানো বা যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠন কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। তখনও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

C. আওতাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: শুধুমাত্র দেশের সীমানায় মুদ্রাস্ফীতি পরিচালিত হলে তাকে জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি বলে। বিশ্ব বাজারে OPEC* যখন জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে বা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে যখন দামস্তর বাড়ে তখন সমগ্র বিশ্বে এর প্রভাবে দামস্তর বাড়ে। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি।

D. নিয়ন্ত্রণভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর বৃদ্ধির প্রতি সরকার উদাসীন থাকলে, প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, তখন তাকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলে। কিন্তু অনেক সময় সরকার মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশন বিতরণ, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করেন। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন থেকে উপলব্ধিকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে অবদমিত (Suppressed inflation) মুদ্রাস্ফীতি বলে।

E. নিয়োগভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: কেইনসের মতে, পূর্ণনিয়োগের পর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলে। কারণ তখন যোগান বাড়ানো যায় না। পূর্ণনিয়োগের পূর্বে বিভিন্ন বাধার কারণে (কারিগরি দক্ষতা, কাঁচামালের অভাব, পরিবহণ ও যোগাযোগ অসুবিধা) যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, 'তাকে বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

F. গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর যখন ধীরগতিতে বাড়ে তাকে মৃদু বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি, দামস্তর যখন হাঁটে, বিপদ সংকেত বোঝায় তখন তাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বলে। দামস্তর যখন দৌড়ে চলে, ক্রমেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাকে ধাবমান এবং যখন অস্বাভাবিক গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে দামস্তর বাড়ে তাকে উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি বলে। ধারণাসমূহ নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

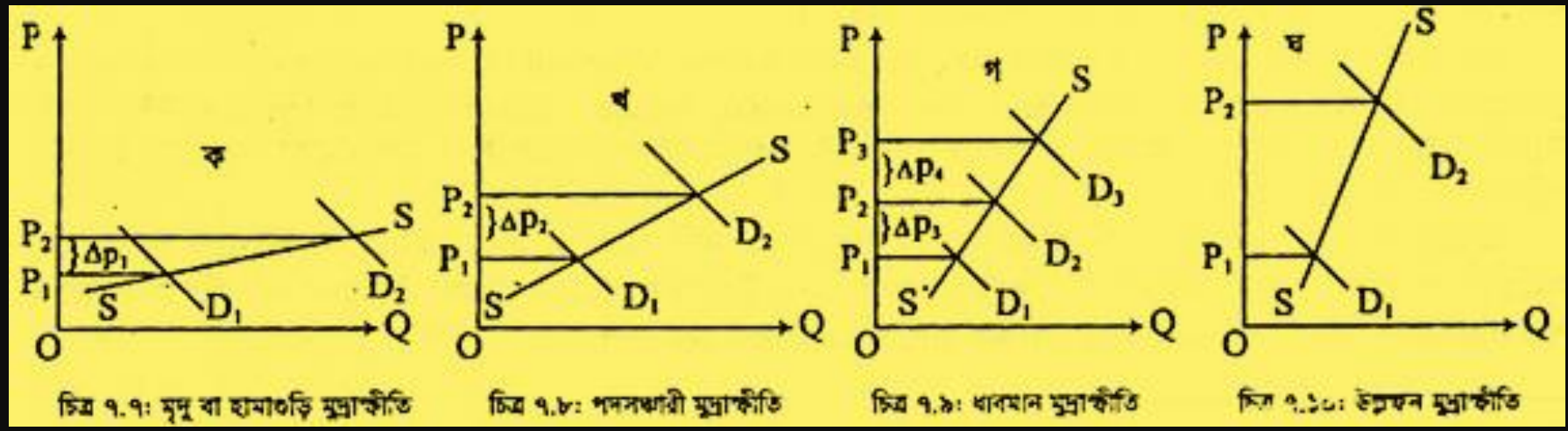

চিত্র ৭.৭: মৃদু বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি
চিত্র ৭.৮: পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি
চিত্র ৭.৯: ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি
চিত্র ৭.১০: উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

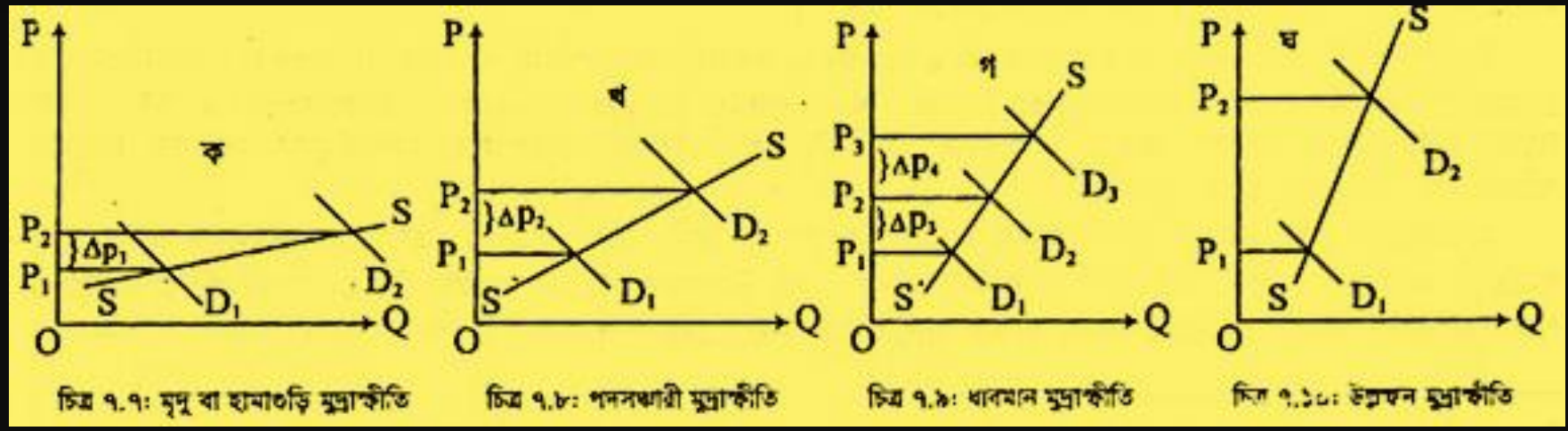

চিত্র ৭.৭: মৃদু বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি | চিত্র ৭.৮: পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি | চিত্র ৭.৯: ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি | চিত্র ৭.১০: উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে পরিমাণ, লম্ব অক্ষে দাম, SS যোগান রেখা এবং D_1, D_2 ও D, হলো চাহিদা রেখা।

ক-চিত্র: চিত্রানুযায়ী দামস্তর অত্যন্ত ধীরগতিতে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। যেমন-চাহিদা D_1 থেকে D_2 তে বৃদ্ধি পেলে দামস্তর OP_1 থেকে ধীর গতিতে OP_2 তে উন্নীত হয়।

খ-চিত্র: মৃদু মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় কিছুটা দ্রুততর হারে ($Ap_1 < Ap_2$) দামস্তর বৃদ্ধি পেলে তাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বলে। সাধারণত এরূপ দামস্তর বৃদ্ধির হার ৮%-১০% হয়ে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

গ-চিত্র: দামস্তর যদি দৌড়ে চলে এবং ক্রমেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে তাকে ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি বলে। চিত্রানুযায়ী Ap_2 (খ-চিত্রানুযায়ী) < Ap3 < AP4. এরূপ মুদ্রাস্ফীতির হার ৫০% হতে ৭০% পর্যন্ত হতে পারে। গত শতাব্দীর ৮০ দশকে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় এরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল।

ঘ-চিত্র: দ্রব্যমূল্য এখানে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধির এ হার কখনো ৫০% হতে ১২০%, ২৫০% এরূপ গতিতে বৃদ্ধি পেলে তাকে উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি বলে। 'ঘ' চিত্রে দামস্তর P_1 থেকে P_2 অর্থাৎ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের দিকে ইউরোপে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল।

G. প্রত্যাশাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি: যখন জনগণ পূর্বেই ভবিষ্যৎ দামস্তর বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পর্কে অনুমান করতে পারে, তাকে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। আকস্মিকভাবে যদি দেশে দামস্তর বেড়ে যায়, তাকে অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৩ মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হলো। তবে সহজে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের জন্য সূচক সংখ্যার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই প্রথমে জানতে হবে সূচক সংখ্যা কী? কীভাবে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়?

সূচক সংখ্যা (Index Number) সূচক সংখ্যা হলো একটি সংখ্যাবাচক গড় পদ্ধতি যা অর্থের মূল্য পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

দুটি ভিন্ন সময় বা স্থানের সাপেক্ষে কোনো অর্থনৈতিক রাশিমালার মানের গড় আপেক্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হারকে সূচক সংখ্যা বলে। অথবা, কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্যকোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা (Index Number) বলে।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

বিভিন্ন পরিসংখ্যানবিদ ও অধ্যাপক সূচক সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ব্লেয়ার-এর মতে, "সূচক সংখ্যা হলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গড়।" (Index number are a specialised type of average. --Blair)

অধ্যাপক ক্রক্সটন ও কাউডেন (Croxton and Cowden)-এর মতে, "সূচক সংখ্যা হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কতগুলো বিষয়ের পার্থক্যের ব্যবধান পরিমাপ করার কৌশল।"

অন্যভাবে বলা যায়, An index number is a statistical measure designed to show changes in variables or a group of related variables with respect to time, geographical location or another characteristics. অর্থাৎ সূচক সংখ্যা হলো সময়, অবস্থান অথবা অন্যকোনো বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কতগুলো চলকের পরিবর্তনের পরিসংখ্যানমূলক পরিমাপ।

অতএব বলা যায়, কোনো একটি আদর্শ সময় বা অবস্থানকে ভিত্তি ধরে এ সময় বা অবস্থানের সাপেক্ষে অন্যকোনো সময়ে বা অবস্থানে কোনো অর্থনৈতিক রাশিমালা যেমন-মূল্য, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ইত্যাদির পরিবর্তিত অবস্থাকে শতকরায় প্রকাশ করলে যে বিশুদ্ধ সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

সূচক সংখ্যা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গঠন করা যায়:

(ক) ভিত্তি বছর নির্বাচন: পূর্ববর্তী যে বছরের দামস্তরের সাথে পরবর্তী বছরের দামস্তরের তুলনা করা হয়, তাকে ভিত্তি বছর (Base Year) বলে। সূচক সংখ্যা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে ভিত্তি বছর নির্বাচন করা হয়। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি মুক্ত একটি স্বাভাবিক বছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে নির্বাচন করতে হয়।

(খ) হিসাবি বছর নির্বাচন: যে বছরের দ্রব্যমূল্য বা উৎপাদনের সঙ্গে ভিত্তি বছরের দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন তুলনা করা হয়, তাকে হিসাবি বছর বলা হয়। এ বছরটি সাধারণত চলতি অথবা নিকট বর্তমানের কোনো বছর ধরতে হয়।

(গ) দ্রব্য নির্বাচন: সূচক সংখ্যা তৈরির জন্য কতগুলো প্রধান প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রব্য (Representative Commodity) নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ নির্বাচিত দ্রব্যগুলো সমাজের অধিকাংশ লোক ভোগ করে এরূপ হওয়া প্রয়োজন।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

(ঘ) দ্রব্যের দাম: নির্বাচিত দ্রব্যসমূহের পাইকারি দাম ধরতে হবে। এক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ও আলোচ্য বছরের প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রব্যগুলোর পাইকারি দাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

(ঙ) দাম শতকরা হিসেবে প্রকাশ: ভিত্তি বছরের নির্বাচিত দ্রব্যগুলোর প্রত্যেকটিকে ১০০ এর সমান ধরে হিসাবি বছরের অনুরূপ একই দ্রব্যসমূহের দাম উল্লেখপূর্বক ভিত্তি বছরের তুলনায় প্রত্যেকটির দাম শতকরা কত পরিবর্তন হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে।

(চ) গড় দাম নির্বাচন: ভিত্তি ও হিসাবি উভয় বছরের দ্রব্যাদির দাম পৃথকভাবে হিসাব করে দ্রব্য সংখ্যা দ্বারা তাদের ভাগ করে গড় দাম নির্ণয় করা হয়।

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

উপরিউক্তভাবে সূচক সংখ্যা তৈরি করা হয়। নিচে একটি কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্দেশক একটি সূচক সংখ্যা তৈরি করে দেখানো হলো:

সারণি—১

সরল সূচক সংখ্যা

দ্রব্য	ভিত্তি বছর : ১৯৯৬ সাল		হিসাবি বছর : ২০১৬ সাল	
	দ্রব্যের দাম (P_0) ও একক	শতকরা হার $\frac{P_0}{P_0} \times 100$	দ্রব্যের দাম P_1 ও একক	শতকরা হার $\frac{P_1}{P_0} \times 100$
চাল	২০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{২০০}{২০০} \times ১০০ = ১০০$	৫০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৫০০}{২০০} \times ১০০ = ২৫০$
গম	১৭৫ টাকা প্রতি মণ	$\frac{১৭৫}{১৭৫} \times ১০০ = ১০০$	৩৫০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৩৫০}{১৭৫} \times ১০০ = ২০০$
চিনি	৭০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৭০০}{৭০০} \times ১০০ = ১০০$	১০০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{১০০০}{৭০০} \times ১০০ = ১৪২.৮৫$
আলু	১২৫ টাকা প্রতি মণ	$\frac{১২৫}{১২৫} \times ১০০ = ১০০$	২০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{২০০}{১২৫} \times ১০০ =$ [illegible]
গড়		৪) ৪০০ (১০০		৪) ৭৫২.৮৫ (১৮৮.২১

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালে মূল্য সূচক সংখ্যা ১০০। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা হলো ১৮৮.২১। এ থেকে বোঝা যায়, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ সালে দামস্তর (১৮৮.২১–১০০) = ৮৮.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ৮৮.২১% হ্রাস পেয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা
Weighted Index Number

সাধারণ সূচক সংখ্যায় সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে সকল ভোগকারীর নিকট সকল দ্রব্যের গুরুত্ব সমান নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে তাদের গুরুত্ব সংযুক্ত করে যে সূচক সংখ্যা গঠন করা হয় তাকে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রব্যসমূহের প্রত্যেকের উপযোগের ভিত্তিতে গুরুত্ব ১, ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে ভিত্তি বছর ও হিসাবি বছরের দ্রব্যের দামের শতকরা হারকে গুণ করে, মোট গুরুত্বের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে, গড় দামস্তর নির্ণয়ের মাধ্যমে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

নিচের উদাহরণে চারটি দ্রব্যের মধ্যে চালকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বিবেচনা করে চালের গুরুত্ব চার ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে গমের গুরুত্ব তিন, আলুর গুরুত্ব দুই এবং চিনির গুরুত্ব এক ধরা হয়েছে।

সারণি–২

গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা

দ্রব্য	ভিত্তি বছর : ১৯৯৬ সাল		হিসাবি বছর : ২০১৬ সাল	
	দ্রব্যের দাম ও একক	শতকরা হার × গুরুত্ব	দ্রব্যের দাম ও একক	শতকরা হার × গুরুত্ব
চাল	২০০ টাকা প্রতি মণ	১০০ × ৪ = ৪০০	৫০০ টাকা প্রতি মণ	২৫০ × ৪ = ১০০০
গম	১৭৫ টাকা প্রতি মণ	১০০ × ৩ = ৩০০	৩৫০ টাকা প্রতি মণ	২০০ × ৩ = ৬০০
চিনি	৭০০ টাকা প্রতি মণ	১০০ × ১ = ১০০	১০০০ টাকা প্রতি মণ	১৪৩ × ১ = ১৪৩
আলু	১২৫ টাকা প্রতি মণ	১০০ × ২ = ২০০	২০০ টাকা প্রতি মণ	১৬০ × ২ = ৩২০
		১০ = ১০০০		১০ = ২০৬৩
	গড় দাম = ১০০০ ÷ ১০ = ১০০		গড় দামস্তর ২০৬৩ ÷ ১০ = ২০৬.৩	

এ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে দ্রব্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ না করে গুরুত্বের মোট পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয় (২০৬.৩ – ১০০) = ১০৬.৩। অর্থাৎ দ্রব্যের দামস্তর ১০৬.৩ ভাগ বেড়েছে এবং সমপরিমাণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা তথা অর্থমূল্য হ্রাস পেয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

সূচক সংখ্যার ব্যবহার

অর্থনীতিতে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের পরিমাপ, ভোক্তার প্রকৃত আয় নির্ণয়, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমত। পরিমাপ, মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের মাত্রা পরিমাপ, মজুরি ও দামের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিমাপ, যেমন: মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণ, পে-স্কেল পুনঃনির্ধারণ, বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা বিচারে সূচক সংখ্যার ধারণা ব্যবহার করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে বিভিন্ন সূচক রয়েছে। যেমন- এক্ষেত্রে (i) ভোক্তার দাম সূচক (Consumer Price Index or CPI), (ii) উৎপাদকের দাম সূচক (Producer Price Index or PPI), (iii) অব্যক্ত অবমূল্যায়ন সূচক (Implicit Price Index or IPI)-GNP Deflator (জিএনপি সংকোচক), (iv) কর্মসংস্থান ব্যয় সূচক (Employment Cost Index or ECI) এবং (v) International Price Program (IPP) (vi) The Digital Currency Index (DCI) ও (vii) জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকসহ অনেক পদ্ধতি রয়েছে। DCI হলো ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল মুদ্রার গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যার গড় যার মাধ্যমে বৃহত্তর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় সম্পাদিত হয়। এর সাহায্যে মুদ্রার মান পরিমাপ করা যায়। আবার অনেকে সুদের হার দ্বারাও ব্যবসায় এবং ভোক্তাদের মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

(i) ভোক্তার দাম সূচক

The Consumer Price Index or CPI

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করার জন্য ভোক্তার দাম সূচকের বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্যের গুচ্ছ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তা পরিমাপ করা হয় ভোক্তার দাম সূচক দ্বারা। সাধারণত কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক এলাকার (যে এলাকার মানুষ সাধারণ দ্রব্য ভোগ করে, বিলাস দ্রব্য নয়) ভোক্তারা যেসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সেই নির্দিষ্ট দ্রব্যের গুচ্ছ মূল্য নির্বাচন করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

উদাহরণ : ভিত্তি বছরের দামস্তরকে ১০০, ভিত্তি বছর ২০১২ = ০, চলতি বছর ২০১৪ = n, দাম = P এবং পরিমাণ = Q ধরে দ্রব্যসামগ্রীর খুচরা মূল্য বিবেচনায় মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করে দেখানো হলো :

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	ভিত্তি বছর : ২০১২			চলতি বছর ২০১৪	
	পরিমাণ (Q_0) কেজি/লিটার	দাম (P_0) একক প্রতি	ব্যয় (P_0Q_0)	একক প্রতি দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
চাল	৩০	৫০	১৫০০	৫৫	১৬৫০
আলু	১০	২০	২০০	৩০	৩০০
লবণ	২	২৫	৫০	৩০	৬০
তেল	৫	১০০	৫০০	১৪০	৭০০
মোট			২২৫০		২৭১০

সুতরাং ভোক্তার দাম সূচক $(CPI)' = \frac{\Sigma P_nQ_0}{\Sigma P_0Q_0} \times 100$

$= \frac{২৭১০}{২২৫০} \times ১০০$

$= ১২০.৪৪$

অতএব দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে (১২০.৪৪ − ১০০) = ২০.৪৪%

অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২০.৪৪%।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৪ মুদ্রাস্ফীতির কারণ

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

মুদ্রাস্ফীতি কেন সংঘটিত হয়, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নিম্নে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. অর্থের যোগান বৃদ্ধি: মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে লোকের আয় বাড়ে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্রব্যসাম্মীর যোগান সেই অনুপাতে বৃদ্ধি না পেলে তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি: আধুনিককালে প্রত্যেক দেশের সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। এরূপ ব্যয়ের অনুপাতে স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৩. ঘাটতি ব্যয়: অনুন্নত দেশের সরকার অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি করে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করে, যার অনুপাতে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না; ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে।

৪. ব্যাংক ঋণের প্রসার: বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টির ফলে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

৫. ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি: সমাজে ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। এর ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৬. উৎপাদন হ্রাস: কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পেলে, দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ঘাটতিজনিত কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

৭. মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি: শ্রম ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে অথবা শ্রমিককল্যাণ বিবেচনা করে মালিকরা মজুরি বাড়াতে বাধ্য হলে তখন দামস্তর বাড়ে। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৮. যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ: যুদ্ধের সময় সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। যুদ্ধের সময় ভোগ্যশিল্প থেকে যুদ্ধ-শিল্পে কাঁচামাল ও মূলধন স্থানান্তরিত হয়। এমতাবস্থায়, দেশে অর্থের যোগান বাড়ে এবং ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কমে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

৯. অর্থের প্রচলন গতির বৃদ্ধি: দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে তথা সমাজে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা বাড়লে অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

১০. মূল্যবান পদার্থের যোগান বৃদ্ধি: দেশে মূল্যবান পদার্থ ও সম্পদের যোগান বাড়লে তার দ্বারা দামস্তরও বাড়ে। যেমন-দক্ষিণ আমেরিকার 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কৃত হওয়ার পর স্পেনীয়দের দ্বারা ইউরোপের সর্বত্র ধাতব পদার্থের যোগান বেড়ে তার দ্বারা দামস্তরও বেড়ে গিয়েছিল।

১১. বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে অর্থাৎ লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হলে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে দেশে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন হ্রাসের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতিজনিত কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

১৩. পরোক্ষ কর: সরকার যদি ব্যাপক হারে দ্রব্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করে তাহলে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

১৪. মজুত ও চোরাচালান: অনেক সময় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ও চোরাচালানের ফলে দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

১৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

উপরে উল্লিখিত কারণগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা হলে মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহকে চারটি শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়। যেমন-

ক. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণ। যেমন-অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, উদার ঋণ নীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি। এর ফলে সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

খ. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণ। যেমন-শ্রমিক অসন্তোষের ফলে হরতাল ধর্মঘটের কারণে উৎপাদন হ্রাস, বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি, সরকারের পরোক্ষ কর বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার মূল্য বৃদ্ধি, যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির এককপ্রতি দাম বৃদ্ধি; বাজারে একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব সক্রিয় থাকলে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে। এভাবে ব্যয় বৃদ্ধিব কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

গ. বাজারব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতার কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থনীতিবিদ G. Myrdal এবং P. Streeten দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করে এরূপ মুদ্রাস্ফীতির ধারণা দেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বাজারে মনোপলি ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা-বেসরকারি ব্যাংকিং খাতের অতি মুনাফার লোভে সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে খরচ বৃদ্ধি, চোরাচালান, মজুতদার ও সিন্ডিকেটের ফলে বাজার মুষ্টিমেয় লোকের নিকট জিম্মি হয়ে যায়। এ সকল কারণে পণ্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ. প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহে নতুন নোট ছাপানো, এসকল কারণে প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বাজারে যোগান সংকট দেখা দেয়ার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

প্রসারিত দৃষ্টিতে ওপরের সামগ্রিক কারণগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও (ii) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো:

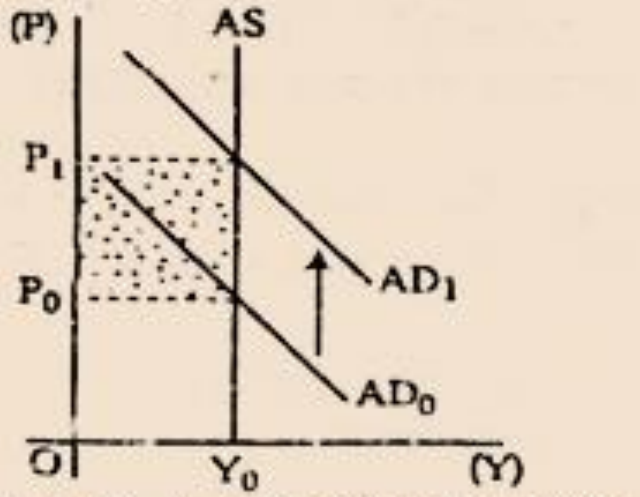

চিত্র ৭.১১ : A. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

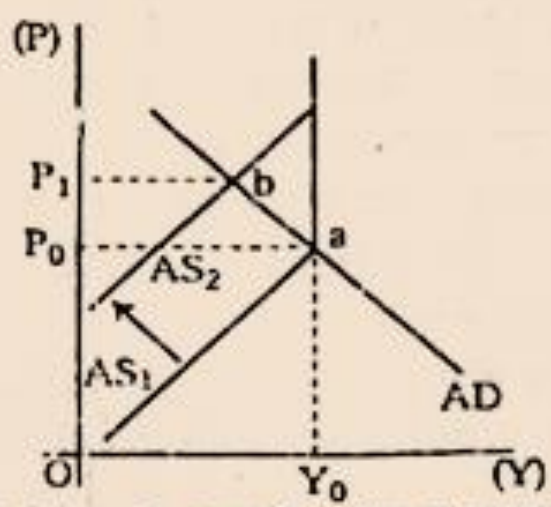

চিত্র ৭.১২ : B. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত উৎপাদন (Y) ও লম্ব অক্ষে দামস্তর (P), AS সামগ্রিক যোগান রেখা ও AD সামগ্রিক চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। A-চিত্রে সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD, থেকে AD; হলে দামস্তর OPO থেকে OP_1-এ বৃদ্ধি পায় তথা চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় PP, পরিমাণ।

পক্ষান্তরে, B- চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা স্থির থেকে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পেয়ে AS_1 থেকে AS_2 হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় বা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় PoP, পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় যোগান রেখা বাম দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো মুদ্রাস্ফীতি। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ১৯৬৯-৭০ সালের দ্রব্যমূল্য ১০০ টাকার ভিত্তিতে প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের দাম ৩০/৩৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয়ভাবে বেড়েছে। ২০০৭ সালে দেশে তিনবার বন্যা, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় "সিডর"-এর আক্রমণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির হারে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় বড় মাপের অসাধু ব্যবসায়ীরা 'সিন্ডিকেট' গঠন করে অতি মুনাফার লোভে পণ্যের কৃত্রিম যোগান সংকট তৈরি করে দাম বৃদ্ধি করে। ২০২০ এর কোভিড-১৯ এবং ২০২২ এর ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিও বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করেছে। ২০২১-২২ এর পূর্বে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশের নিচে; ২০২১-২২ এ মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.১৫ শতাংশে পৌছে। বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য, সার ও জ্বালানি সরবরাহে ঝুঁকির প্রেক্ষিতে ও দেশীয় মুনাফালোভীদের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ৯.০২ শতাংশে পৌছে। তবে সরকারের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে এ হার ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে নি। ২০২৪-২৫ বছরের বাজেট ঘোষণাকালে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

তবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট এর সমাধান, খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং বিশ্ব বাজার-এর ওপর এটি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. অর্থের যোগান বৃদ্ধি। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর দেশে অর্থের সরবরাহ ছিল ৫৪৬.০২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে অর্থের যোগানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩০২.৪০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ শেষে এ দেশে অর্থের যোগানের পরিমাণ (এম-২) দাঁড়ায় ১৯,১৯,৮০৫.৬ কোটি টাকা যা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

২. উৎপাদন হ্রাস: উৎপাদনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল প্রাপ্তিতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা, ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এর ফলে মোট প্রচলিত অর্থের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ কম হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে উৎপাদন বাড়েনি। ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

৪. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি: জ্বালানিসহ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণগুলোর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে এর অশুভ প্রভাব দেখা দিয়েছে।

৫. খাদ্য সমস্যা: বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় খাদ্য ঘাটতি সংঘটিত হচ্ছে। তাই খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য দ্রব্যেরও দাম বৃদ্ধি পায়। সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতি বছর খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ প্রায় ২৫ লাখ মে. টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য আমদানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

৬. আমদানিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি: বাংলাদেশে আমদানিজাত দ্রব্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করছে।

৭. উদার ঋণনীতি: বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদার ঋণনীতিও আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া, অপ্রত্যাশিত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, ঘাটতি বাজেট পূরণ, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে ক্রমান্বয়ে অধিক হারে ঋণ গ্রহণ করছে। অনুৎপাদনশীল খাতে অধিক ঋণ গ্রহণের ফলেও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি: সরকার দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে প্রতি বছর বৃদ্ধ, এসিডদগ্ধ মহিলা, শারীরিক ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি শ্রেণির জনগণকে বিশেষ ভাতা প্রদান করছে। এর ফলে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৯. আমদানি নিয়ন্ত্রণ: সংরক্ষণমূলক আমদানি নীতির কারণে আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় এদেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

১০. মজুতদার ও চোরাকারবার মজুতদারি ও চোরা কারবারিগণ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে হীন স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

১১. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অনুন্নয়ন ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। এটাও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে।

১২. অতিরিক্ত পরোক্ষ কর বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো পরোক্ষ করের প্রভাব। দেশের মোট বাজস্বের প্রায় ৮০ ভাগ পরোক্ষ কর হতে আসে। তাই পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

১৩. পরিবহণ ও যাতায়াতব্যবস্থা: বাংলাদেশে পরিবহণ ও যাতায়াতব্যবস্থা মোটেও উন্নত নয়। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সঠিক সময়ে দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

১৪. বেতন বৃদ্ধি : স্বাধীনতার পর বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের চাপে আমাদের দেশের শ্রমিকদের বেতন বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু উৎপাদন সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫. রপ্তানি বৃদ্ধি: সাম্প্রতিক সময়ে এদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে। ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে।

১৭. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরিবেশ বজায় থাকায় বাংলাদেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে।

১৮. অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ: চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রত্যাশিত পর্যায়ে না পৌঁছানো, ঘন ঘন লোডশেডিং-এর ফলে উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে চরম সংকট চলছে। এতে যোগান সংকট তৈরি হয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে।

১৯. অস্থিতিশীল রাজনীতি: স্বাধীনতার চার দশকের শেষ পর্যায়ে এসেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন স্থিতিশীল নয় বললে ভুল হবে না। এর ফলে সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিপন্থী উপাদান সক্রিয় থাকায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২০. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি: বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বাজারে অর্থের যোগান অনেক বেড়ে গিয়েছে। সে তুলনায় দ্রব্যের যোগান বা উৎপাদন বাড়েনি, ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

২২. সিন্ডিকেট বাণিজ্য: ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট গঠন করে দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি মুনাফা লুটে নেয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২৩. বাজারব্যবস্থা তদারকির অভাব: বাজারব্যবস্থার ওপর সরকার বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত মনিটরিং বা বাজার তদারকির যথেষ্ট অভাব রয়েছে অথবা কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ। ফলে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

২৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাত যৌথভাবে বা স্ব-উদ্যোগে অনেক অবদান রাখছে। উৎপাদন আশানুরূপ না বাড়লেও মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বর্তমানেও বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বিদ্যমান রয়েছে। তবে সরকারের সতর্ক মুদ্রানীতি ও নিয়ন্ত্রিত ঋণ সরবরাহ নীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখার চেষ্টা চলছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হলে এবং সরকারের নিরাপদ খাদ্য মজুদনীতি বিদ্যমান থাকলে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা হ্রাস পাবে। তবে উদীয়মান অর্থনীতির দেশে মুদ্রাস্ফীতি একেবারেই কমানো যাবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমাগত বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তথা মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সরকার নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ভূমিহীন কৃষক, বেকার, গরিব জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের লোকদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১. উৎপাদনের ওপর প্রভাব (Effects on production): বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-

(ক) কৃষি: বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য যতখানি বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক অপেক্ষা ধনী কৃষকরাই অধিক সুফল ভোগ করে থাকে।

(খ) শিল্প: বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ দাম অপেক্ষা শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশের ধনী শিল্পপতিরা মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও লাভবান হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

(গ) সেবা: বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিভিন্ন পেশাজীবী লোকদের উৎপাদিত সেবাকর্মের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা বেশি কবে সেবা প্রদানে আগ্রহী হয়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এ খাতের পরিমাণগত এবং গুণগতমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব (Effects on employment and investment): দেশে বিদ্যমান অব্যবহৃত সম্পদ এবং অপূর্ণ নিয়োগ বা বেকারত্ব অবস্থায় মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (mild inflation) কর্মসংস্থানের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। কারণ তখন দেশে দ্রব্যমূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশা বাড়ে। এ অবস্থায় দেশে ব্যাপকহারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হওয়ার কথা এবং এর ফলে কর্মসংস্থানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। তবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, দুর্বল প্রশাসন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি কারণে যে পরিমাণ শিল্পকারখানার বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। ফলে কর্মসংস্থানের আশানুরূপ বৃদ্ধি ঘটেনি।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতিতে উদ্যোক্তাদের মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়ার কথা। কিন্তু তখন অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জনগণের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, অনেকে জমি, বাড়ি, স্বর্ণ এরূপ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে। ফলে, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন হ্রাস পায়। বিনিয়োগ ও উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুন্নত এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেয়ে 'জীবননির্বাহী স্তর' এর নিচে নেমে যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

৩. আয় ও সম্পদের বণ্টনের ওপর প্রভাব (Effects on Distribution of Income and wealth): মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয় ও সম্পদের বণ্টনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এর ফলে আয়ের পুনঃবণ্টন ঘটে, এক শ্রেণির কাছ থেকে সম্পদ অন্য শ্রেণির কাছে পুনঃবিন্যাস হয়। যেমন-

(ক) সীমিত আয়ের লোক: মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়। পেনশন ভোগীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের পেনশনের প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

(খ) শ্রমিক শ্রেণি: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়লেও তাদের মজুরি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না।

(গ) কৃষিজীবী: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। কারণ উৎপাদন ব্যয় মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকলে যদি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন তারা লাভবান হয়।

(ঘ) ক্রেতা ও ভোগকারী: দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

(ঙ) ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণগ্রহীতাদের ঋণভার হ্রাস পায় বলে তারা লাভবান হয়। তবে উক্ত ঋণ গ্রহীতা যদি উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণ ব্যয় করে তাহলেই সে অধিক লাভবান হবে। পক্ষান্তরে, দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

(ঢ) উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়িগণ লাভবান হয়। কারণ দামস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় না। ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(ছ) করদাতা: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

(জ) মজুতদারি ও চোরাকারবার প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত এবং চোরাচালান করে আসছে। ফলে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। সমাজের একশ্রেণির লোকের হাতে এরূপ কালো টাকার পাহাড় তৈরি হচ্ছে এবং তারা অনেকে আইন অমান্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। সাধারণ নিরীহ মানুষ কষ্ট স্বীকার করছে।

(ঝ) বৈদেশিক বাণিজ্য: মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস এবং উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু দেশীয় ক্রেতারা স্বদেশি পণ্য অপেক্ষা সস্তায় বিদেশি ভালো ও আকর্ষণীয় পণ্য ক্রয় করতে পারে বিধায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্রমাগতভাবে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব

৪. সামাজিক প্রভাব (Social Effect): সামাজিক জীবনেও মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে আয়-বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ধনী আরো ধনী হচ্ছে গরিব হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদি অসামাজিক কার্যাবলি বেড়ে মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে সার্বিক অনিশ্চয়তা ও হতাশা। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বেকারত্বের পরিমাণ ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে।

৫. রাজনৈতিক প্রভাব (Political Effect): মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। জনজীবনে অসন্তোষের কারণে দেশে সুশাসন ব্যাহত হতে পারে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৬ বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

This Topic is important for

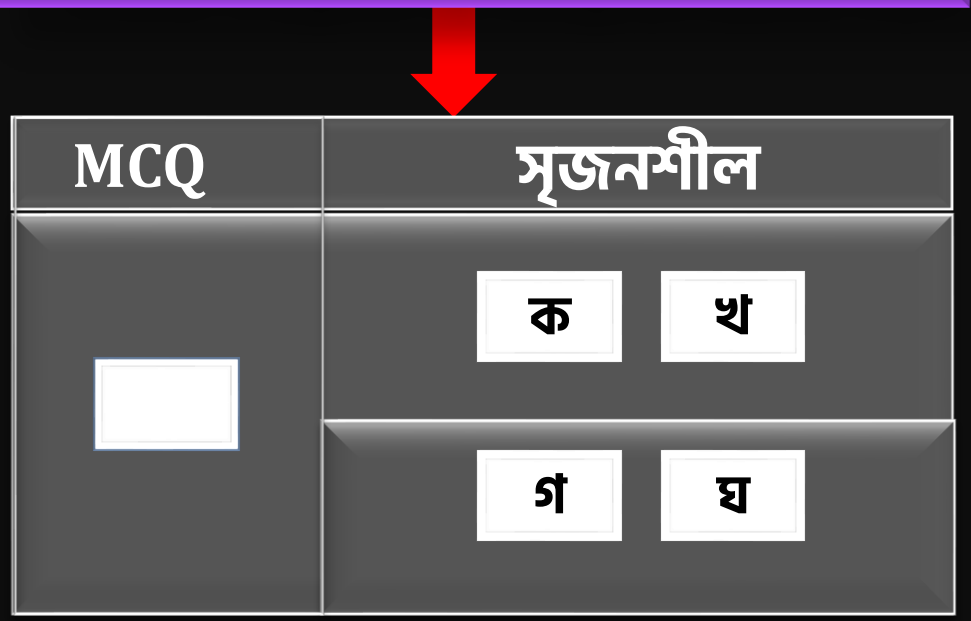

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিকারের জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন তার আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ (ঋণ নিয়ন্ত্রণের) প্রয়োগ করতে পারে তেমনি সরকারও তার রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহ (কর ও ভর্তুকি) প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া কতগুলো প্রত্যক্ষ কার্যক্রমও গ্রহণ করা যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি দূরীকরণ বা প্রতিকারের উপায়সমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

(ক) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি (Monetary System)

(i) ব্যাংক হার পরিবর্তন: বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকহার বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকগুলোর ঋণপত্রের খরচ বেশি পড়ে বিধায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কম ঋণ গ্রহণ করে। ফলে তাদের ঋণ প্রদান ক্ষমতা সংকোচিত হয়ে আসে। এমতাবস্থায় বেসরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাসহেতু সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়, মূল্যস্তর হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

(ii) খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয়: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করলে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের তথা জনগণের তরল উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা পড়ে, ফলে সামগ্রিক চাহিদা (AD) হ্রাস পায়।

(iii) নগদ রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন: বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ রিজার্ভ বৃদ্ধির আইনগত বিধান প্রয়োগ করলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও ভোগপ্রবণতা হ্রাস পায় এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসহেতু মূল্যস্তর হ্রাস পায়।

(iv) ঋণের রেশনিং (বরাদ্দকৃত ঋণ) পদ্ধতি: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণপত্র ভাঙানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক বা কম অর্থ প্রদান নীতি গ্রহণ করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া নির্দিষ্ট ব্যাংকের ঋণপত্র ভাঙানোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

(v) বন্ধকি ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন: ফটকা কারবারি, শেয়ার বা মূল্যবান দ্রব্যকে বন্ধক রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির সময় প্রয়োজনীয় নগদ বন্ধক বা জমার পরিমাণ বাড়ালে ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমে আসবে। ফলে বাজারে টাকা কমবে এবং দ্রব্যমূল্যও হ্রাস পাবে।

(vi) ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে কিস্তির সংখ্যা কম, কিস্তির টাকা বেশি নির্ধারণ করতে বলবে। এর ফলে লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

(vii) নৈতিকতার প্রভাব ও অনুরোধ: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নৈতিক প্রভাব, অনুরোধ করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরোধ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মর্যাদাসহকারে রক্ষা করে।

(viii) প্রত্যক্ষ আদেশ: মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রত্যক্ষ আদেশ জারি করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র ভাঙাতে অস্বীকার করা এবং যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলেনি তাদের বিল ভাঙানোর সময় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

(খ) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে রাজস্বনীতি (Fiscal System)

সরকার রাজস্বনীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে জনগণের হাতের টাকা হ্রাস করা, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস এবং সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সাময়িক বন্ধ বা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

(i) সরকারি ব্যয়: সরকারের অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজন। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কমানো যাবে না। তবে সরকারকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নির্বাচিত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়, পূর্ত কর্মসূচির নামে অপচয় না করা, প্রলম্বিত (Long gestation period) শিল্পে বিনিয়োগ না করা, সামাজিক ব্যয় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

(ii) কর: প্রগতিশীল হারে আয় করের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস এবং ব্যয় করের মাধ্যমে চলতি ব্যয় হ্রাসের ফলে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এছাড়া সঞ্চয়ের বিপরীতে দেয় সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়।

(iii) সরকারি ঋণ: সরকার জনগণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ সংগ্রহ করলে নগদ অর্থের প্রবাহ কমে মুদ্রাস্ফীতিহ্রাস পায়।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

(গ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ কার্যক্রম (Direct Control)

সবকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খাদ্যঘাটতি হ্রাস, ঘাটতি ব্যয় কমানো, দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, রেশনিং বা ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, কঠিন আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়ী আমানতের অংশবিশেষ বা সুদের অংশবিশেষ সরকার গ্রহণ এবং মুদ্রা বাতিল ঘোষণা করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(i) উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, অপ্রয়োজনীয় বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে সম্পদ অধিক উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরের দ্বারা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

(ii) দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং: সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রব্যমূল্যের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং পরিবারপ্রতি প্রয়োজন অনুসারে পণ্য-দ্রব্য রেশনিংব্যবস্থা চালু করতে পারে।

(iii) মজুরি নিয়ন্ত্রণ: সরকার আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(iv) ফটকা বাজার ও মজুতদারি: সরকার ফটকা বাজার ও ফটকা কারবারিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস করতে পারে। এছাড়া মজুতদারি ও চোরাকারবারি রোধ করতে পারলেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

(v) আমদানি বৃদ্ধি: পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সরকার আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দামস্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

(vi) পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানী ও বন্দরের মধ্যে শক্তিশালী পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হবে না, দামস্তর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(vii) মুদ্রা বাতিল: অন্যান্য পন্থায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সর্বশেষ পন্থা হলো প্রচলিত কোনো কোনো বিশেষ মুদ্রা বাতিল ঘোষণা করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের পর বাংলাদেশে কিছু প্রচলিত মুদ্রা বাতিল ঘোষণা করা হয়।

(viii) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থাকলে দামস্তরও স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা থাকে। দেশের উন্নয়নের জন্যে উৎপাদনশীল পরিবেশ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

উপরিউক্ত সংকোচনমূলক নীতিসমূহ গ্রহণের ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়ে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যা নিচে চিত্রে দেখানো হলো:

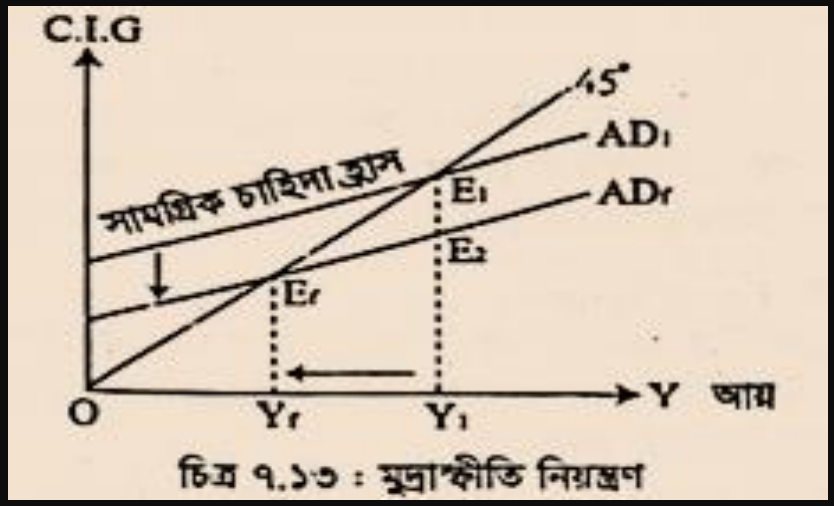

চিত্র ৭.১৩ : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y), লম্ব অক্ষে ভোগ (C), বিনিয়োগ (I), সরকারি ব্যয় (G) তথা সামগ্রিক চাহিদা নির্দেশ করে। অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি অবস্থায় ভারসাম্য E। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের উৎপাদন Y_1। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ E,E_2। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংকোচনমূলক আর্থিক ও রাজস্বনীতি প্রয়োগের ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়ে AD, থেকে AD, হয়। তখন ভারসাম্য নির্ধারিত হয় E, বিন্দুতে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতি দূর করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. নিচের কোন উদ্যোগটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে?[আলিম '২৩]

(ক) মজুরি বাড়ানো (খ) টাকা ছাপানো (গ) ঋণের সরববাহ (ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি

২. মূল্য স্তর ক্রমাগত হ্রাস পেলে-[আলিম '২৩]

(ক) অর্থের মূলাহ্রাস পায় (খ) অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়

(গ) ভোক্তার প্রকৃত আয় বাড়ে (ঘ) শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

৩. কোন শ্রেণি মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়?

(ক) ভোক্তা (খ) ঋণদাতা (গ) শ্রমিক (ঘ) করদাতা

৪. নিচের কোনটির কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়? [রা. বো. '২৩]

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি

(গ) কর হার বৃদ্ধি (ঘ) সুদের হার বৃদ্ধি

৫. "Infiation is such a situation when too much money chases too few goods" সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?[রা. বো. '২৩]

(ক) অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার (খ) অধ্যাপক কুলবর্ন

(গ) অধ্যাপক পিগু- (ঘ) অধ্যাপক হট্রে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. মুদ্রাস্ফীতির ফলে স্থির আয়ের লোকের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে?[ম. বো. '২৩]

(ক) লাভবান হবে (খ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে (গ) ভোগ বৃদ্ধি পাবে (ঘ) জীবনমান উন্নত হবে

৭. মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা কোনটি? [সি. বো. '২৩]

(ক) মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (খ) মুদ্রাসংকোচন (গ) মুদ্রা হ্রাস (ঘ) মুদ্রা সরবরাহ

৮. নিচের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক?[সি. বো. '২৩]

(ক) মুদ্রার অবমূল্যায়ন (খ) মুদ্রার চাহিদা (গ) মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ (ঘ) মুদ্রার যোগান

৯. উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে?[সি. বো. '২৩]

(ক) ব্যয় প্ররোচিত (খ) চাহিদা প্ররোচিত (গ) অর্থ বৃদ্ধিজনিত (ঘ) মুনাফা বৃদ্ধিজনিত

১০. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কোনটি? [য. বো. '২৩]

(ক) যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ (খ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি

(গ) মজুরি বৃদ্ধি (ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. নগদ রিজার্ভ অনুপাত পরিবর্তন করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে কে? [চ. বো. '২৩]

(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক (খ) বিশেষায়িত ব্যাংক

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ঘ) সরকার

১২. ভিত্তি বছরের দামস্তর ২০ টাকা। চলতি বছরের দামস্তর ৩০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হার কত? [ব. বো. '২৩]

(ক) ৩০% (খ) ৪০% (গ) ৫০% (ঘ) ৬০%

১৩. ভোক্তার দাম সূচক নির্ণয়ে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়? [দি. বো. '২৩]

(ক) পাইকারি দাম (খ) খুচরা দাম (গ) উপকরণ দাম (ঘ) যোগান দাম

১৪. মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? [দি. বো. '২৩]

(ক) ব্যাংক হার বাড়িয়ে (খ) ব্যাংক হার কমিয়ে

(গ) ব্যাংক হার স্থির রেখে (ঘ) উৎপাদন কমিয়ে

১৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি কোনটি? [আলিম '২২]

(ক) সঞ্চয় বৃদ্ধি (খ) আমদানি বৃদ্ধি (গ) মজুরি নিয়ন্ত্রণ (ঘ) ঋণপত্র বিক্রয়

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৭ : মুদ্রাস্ফীতি

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো :

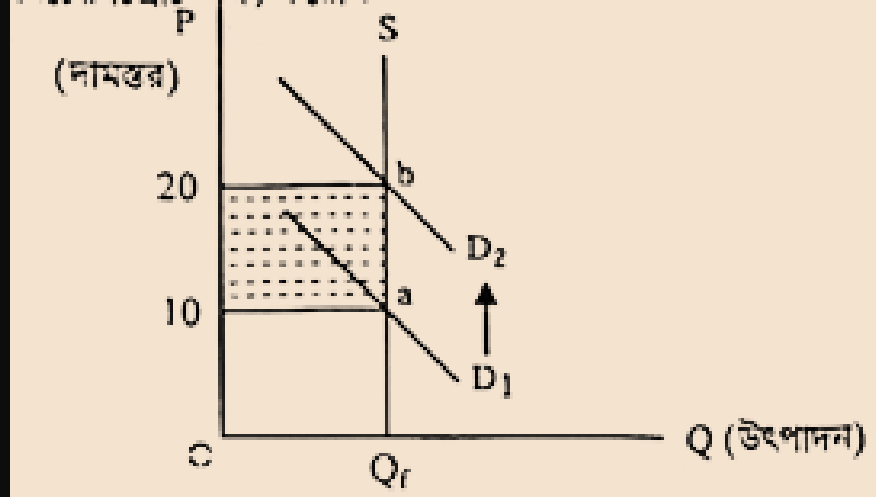

চিত্রে Q_f = পূর্ণনিয়োগের উৎপাদন
D_1 = প্রাথমিক চাহিদা রেখা
D_2 = পরিবর্তিত চাহিদা রেখা
এবং S = যোগান রেখা।

ক. ভোক্তার দামসূচকের সূত্রটি লেখ।
খ. 'অর্থের যোগান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়'-ব্যাখ্যা করো।
গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে-তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির ভূমিকা আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

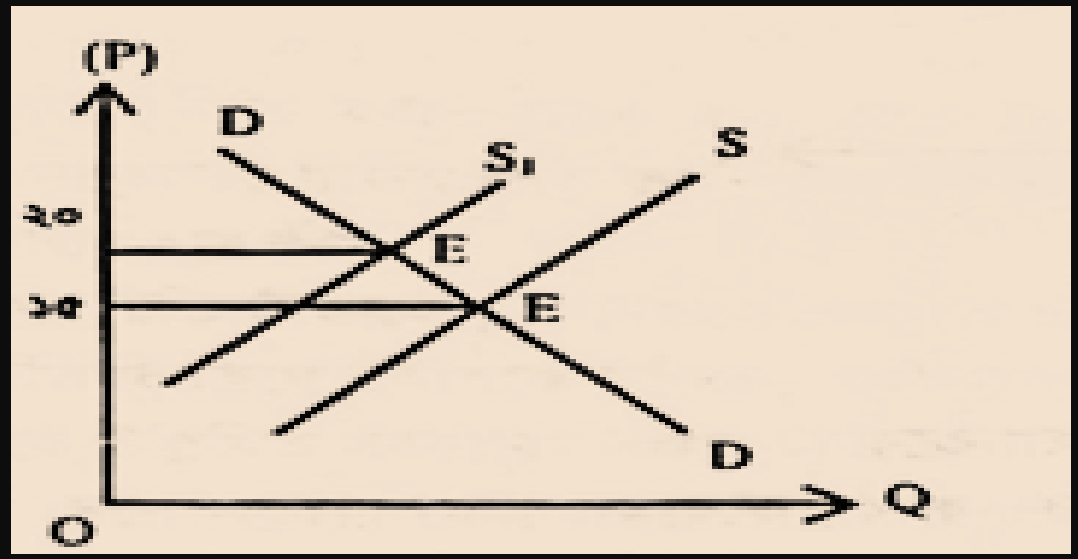

ক.সূচক সংখ্যা কী?

খ. সীমিত আয়ের লোকদের ওপর মুদ্রাস্ফীতি প্রভাব ঋণাত্মক-ব্যাখ্যা করো।

গ.চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মিজান একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। তিনি বাজারে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, দিন দিন চাল, ডাল, তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে সরকার পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকদের ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[ঢা. বো. '২২]

ক. সূচক সংখ্যা কী?

খ. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে পণ্যের দাম বৃদ্ধি অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে উদ্দীপকে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

THANK YOU